বিভাগীয় সাহিত্য পত্রিকা

দশম সংখ্যা

২০২০

বাংলা বিভাগ
কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়
কল্যাণী, নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ-৭৪১২৩৫, ভারত

প্রধান সম্পাদক
অধ্যাপক (ড.) সুবেন বিশ্বাস

সম্পাদনা পরিষদ
অধ্যাপক (ড.) সাবিত্রী নন্দ চক্রবর্তী
অধ্যাপক (ড.) প্রবীর প্রামাণিক
অধ্যাপক (ড.) নন্দিনী বন্দ্যোপাধ্যায়
সহকারি অধ্যাপক (ড.) তুষার পটুয়া
সহকারি অধ্যাপক (ড.) শ্যামশ্রী বিশ্বাস সেনগুপ্ত
সহকারি অধ্যাপক (ড.) পীযূষ পোদ্দার
সহকারি অধ্যাপক (ড.) শান্তনু মণ্ডল
অধ্যাপক (ড.) সঞ্জিৎ মণ্ডল
সহকারি অধ্যাপক (ড.) সীমা সরকার

প্রকাশ কেন্দ্র
বাংলা বিভাগ
কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়
কল্যাণী, নদিয়া, পিন - ৭৪১২৩৫
পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

ISSN: 2321-7375
মূল্য - দু শত টাকা মাত্র

ISSN : 2321-7375

সু চি প ত্র

- ঘোষপাড়ার সতীমা : ফিরে দেখা □ ড. সুখেন বিশ্বাস ৭
- তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু-চিন্তা □ ড. তুষার পটুয়া ১১
- নিরাকার ঈশ্বর □ ড. শ্যামশ্রী বিশ্বাস সেনগুপ্ত ১৭
- সোস্যাল ইমাজিনেশন □ ড. সঞ্জিৎ মণ্ডল ২০
- আলোর পথযাত্রী জ্যোতির্ময়ী দেবীর কথাসাহিত্যে মেয়েরা □ ড. সীমা সরকার ২৬
- চিহ্নে বিজ্ঞানের প্রয়োগ : শিল্প থেকে জীবনে □ টগরী দাস ৩৬
- 'অভ্যন্তরে ডাকপিয়ন' : জীবন সায়াহ্নে মৃত্যুত্তীর্ণ জীবনতৃষ্ণা □ সৌমেন দেবনাথ ৪১
- প্রাক্-সুকুমারী পর্বে ভারততত্ত্ব চর্চার গতি-প্রকৃতি □ সুমন দাস ৪৬
- চর্যাপদের হরিণী : একাকিত্ব উদযাপনে একটি আশ্রমিক চরিত্র □ নীলাদ্রি নিয়োগী ৫৩
- বিনোদনে বিজ্ঞাপন : বাংলা ভাষার নির্মাণ ও প্রয়োগবৈচিত্র □ শর্মিলা নন্দী ৫৮
- উৎপলকুমার বসুর কবিতা : নিরন্তর আত্মসমীক্ষণ □ সৌরভ মজুমদার ৬৪
- মেয়েদের স্মৃতিকথায় জেলখানা: জীবন-বাস্তবতার অন্য পাঠ □ সুপ্রিয়া দাস ৭২
- তুষার রায়ের কবিতায় নাগরিকতার দ্বন্দ্ব ও সংঘাত □ দেবার্ক মণ্ডল ৭৭
- তরুণ সান্যালের কবিতা : শ্লোক ও স্লোগানআনন্দ □ গোপাল হালদার ৮৪
- ধ্রুবপদের আলোকে কৃষ্ণদাস কবিরাজের শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত □ অমিত মণ্ডল ৮৮
- অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের কবিতার ভাষা ও শৈলী বিচার □ সম্পা সরকার ৯১
- পাঠান ও মুঘল আমলে বাংলা সাহিত্যচর্চা □ জয়ন্ত বিশ্বাস ৯৬
- রবিশংকর বলের ছোটোগল্প : অস্তিত্বের সংকট ও নিঃসঙ্গতা □ তাহমিনা বেগম ১০১
- রামপ্রসাদ সেন ও তাঁর সৃষ্ট পদের ভাষার রূপবৈচিত্র □ প্রকাশ বিশ্বাস ১০৬
- অপৌরুষেয় : না নারী না পুরুষের অস্তিত্বের সংকট □ মজিবুর রহমান সেখ ১১০
- রবীন্দ্রনাথের রূপক-সাংকেতিক নাটকে সংলাপের বিবর্তন □ আসুরা খাতুন ১১৩
- মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের কিমিতি নাটক : দ্বিধা-দ্বন্দ্বের নানা দিক □ রিপন সাহা ১১৭
- শ্রীরামকৃষ্ণ ও সুফীবাদের সমন্বয়ের সমীকরণ □ তনুকা চৌধুরী ১২০
- আখ্যানের সংজ্ঞা- স্বরূপ-বৈশিষ্ট্য : একটি পর্যালোচনা □ দিবাকর বর্মন ১২৫
- বাঙালি উদ্বাস্তু মানুষের জীবনালেখ্য : চলচ্চিত্রের দর্পণে □ দীপিকা মণ্ডল ১৩০
- রমানাথ রায়ের গল্প : যাদুবাস্তবতার আলোকে □ সাহানা চৌধুরী ১৩৩
- কমলকুমার মজুমদারের 'গোলাপ সুন্দরী': আঙ্গিকের মৌলিকত্বে □ হাবিবুর রহমান ১৩৭
- বিনির্মাণ তত্ত্বের আলোকে শাহযাদ ফিরদাউসের ব্যাস □ জেবুন্নেশা খাতুন ১৪১
- [illegible] অঞ্চলের খাটুগানের বিষয় ও ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য □ সমৃদ্ধি শেখর মণ্ডল ১৪৫
- নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর ছড়া : সরল-সুন্দর-গভীর-মায়াবী □ অম্বালিকা সরকার ১৫১
- [illegible] : প্রতিবাদী প্রয়াস □ মিঠু সরকার ১৫৫
- [illegible] দুই গল্পকারের দৃষ্টিতে □ শুভাশিস চ্যাটার্জি ১৬০
- [illegible] ও সমাজ বাস্তবতার রসায়নে 'জল ঠাকুরের ঘর' □ সুরজিৎ মণ্ডল ১৬৪
- [illegible] আলোকে উৎপল বসুর কবিতা □ সুরাশা কর ১৬৭

- জীবনস্মৃতির পাতায় রাজেন্দ্রলাল মিত্র ▢ সুদীপ চক্রবর্ত্তী ১৭১
- জীবনানন্দ দাশের উপন্যাসে নিঃসঙ্গতা প্রকাশক ভাষা ▢ তাপস দাস ১৭৭
- উনিশ শতকের বটতলা ও কালীঘাটের ছবির পারস্পরিক প্রেক্ষিতে ▢ ঋতুপর্ণা দাস ১৮২
- মিছিলের ভাষা : প্রতিবাদে প্রতিরোধে ▢ ফারহা পারভীন ১৮৮
- পৌরাণিক নারীর নবনির্মাণে আধুনিক নারী : সাম্প্রতিক কালের পাঁচ কবির কলমে ▢ সুস্মিতা পাল ১৯৩
- স্বপ্নের মায়াজালে অবনীন্দ্রনাথের শিশু সাহিত্য ও গদ্যভাবনা ▢ স্বাগতা দেবনাথ ১৯৮
- ভাষণ উপস্থাপনার কলাকৌশল ▢ আনারুল ইসলাম হালসানা ২০৩
- নকশাল আন্দোলন এবং বাংলা উপন্যাস (নির্বাচিত) ▢ অহনা দেব ২০৮
- 'পথের পাঁচালী' : আখ্যান ও বাস্তবতার ঐতিহ্য ▢ সমরেশ মণ্ডল ২১৩

কৌন্তেয় : দুই গল্পকারের দৃষ্টিতে

শুভাশিস চ্যাটার্জি
পিএইচ. ডি গবেষক, বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

যদুবংশের মহারাজ শুরের প্রথম সন্তান পৃথা। মহারাজ শুরের সঙ্গে মহারাজ কুন্তীভোজের সম্পর্ক ছিল অতি ঘনিষ্ঠ। কুন্তীভোজের কোনও সন্তান না থাকায় মহারাজ শুর কুন্তীভোজকে কন্যা সন্তানটি দান করেন। কুন্তীভোজের নাম অনুসারে পৃথার অন্য নাম হয় কুন্তী। একবার ঋষি দুর্বাসা কুন্তীভোজের কাছে সেবা নিতে যান। কুন্তী সেই সময় দুর্বাসা মুনির সেবা করেন। দুর্বাসা মুনি খুশি হয়ে কুন্তীকে বর দিতে চান। কিন্তু কুন্তী সেই বর নিতে অস্বীকার করেন। তখন দুর্বাসা মুনি কুন্তীকে এমন মন্ত্র দেন যে মন্ত্রে দেবতাকে আহ্বান করলে দেবতার প্রসাদে কুন্তীর সকল বাসনা পূর্ণ হবে। পরে কুন্তী এই মন্ত্র নিতে রাজি হন। কৈশোরের কৌতূহলে মন্ত্রের শক্তি পরীক্ষা করার জন্য কুন্তির বড়ই সাধ হল। তিনি সূর্যকে আহ্বান করলেন। স্মরণীয় কুন্তী যখন সূর্যকে আহ্বান করেন তখন তাঁর বয়স মাত্র চোদ্দ। সূর্যদেব পুরুষের মূর্তি ধারণ করে কুন্তীর কাছে আসেন। যোগের দ্বারা দৈববিধি মেনে তিনি কুন্তীর গর্ভে ক্ষেত্রজ সন্তানের জন্মদান করলেন। কুন্তীর কুমারীত্ব যদিও নষ্ট হয়ে যায়নি। পাণ্ডুর সঙ্গে বিবাহের পর অন্য দেবতাদের আহ্বান করে কুন্তী অন্য সন্তানদের জন্ম দেন। কুমারী অবস্থায় গর্ভধারণ করা সামাজিক অপরাধ। তাই কুন্তী ধাত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করে একটি পাত্রের মধ্যে সদ্যোজাত সন্তানকে রেখে তা নদীর জলে ভাসিয়ে দেন। কুন্তী যাকে জলে ভাসিয়ে দেন পরে সে রাধা আর অধিরথের কাছে পালিত হয়। শিশুটির গায়ে কবচকুণ্ডল দেখে ব্রাহ্মণেরা তাঁর নাম দেন বসুষেন। সমাজের কাছে এই বসুষেন সূতপুত্র নামে পরিচিত হন। অধিরথ সূতপুত্র । বড় হয়ে সকল প্রকার অস্ত্রের প্রয়োগ শেখেন। প্রতিদিন স্নান সেরে উঠে তিনি সূর্যের উপাসনা করতেন। সেই সময় কেউ তাঁর সাহায্য প্রার্থী হলে তিনি তা পূর্ণ করতেন। একদিন ব্রাহ্মণবেশী দেবরাজ ইন্দ্র ছদ্মবেশে কবচ ও কুণ্ডল প্রার্থনা করেন। শরীর থেকে কবচ ও কুণ্ডল কেটে তিনি তা দান করেন। তাঁর পর থেকেই তাঁর নাম হয় কর্ণ।

কুন্তী সারাজীবন রাজপরিবারের ছত্রছায়াকে ত্যাগ করতে চাননি বলে নিজের সন্তানকে নির্মম ভাবে অস্বীকার করেছেন। সমকালীন সমাজের নিয়ম প্রসঙ্গে সুকুমারী ভট্টাচার্য বলেছেন, "ব্যক্তিগত সম্পত্তি সমাজে যখন বাড়তে লাগল তখন বিশেষ সুবিধাভোগী একটি শ্রেণী সৃষ্টি হল, যে শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষার জন্যই নারী তার পূর্বেকার অধিকার থেকে উত্তরোত্তর বঞ্চিত হতে লাগল। এই স্বার্থ হল সম্পত্তির উত্তরাধিকারের জন্য পরিবারের পুরুষ কর্তা একাগ্র ভাবে কামনা করতে লাগল যাতে একমাত্র ঔরস পুত্রের জন্যই সে তার সব সঞ্চয় রেখে যেতে পারে।"[১]

যদিও আমাদের আলোচনার বিষয় ঋষি দুর্বাসা নন, কিন্তু কৌন্তেয়ের জন্মপরিচয়